রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ কার্তিক ১৪২৬/২৩ অক্টোবর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩১৪—ভারতের স্বনামধন্য সংস্থা ড. এ পি জে আব্দুল কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯'-এ ভূষিত করা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান উপদেষ্টা টি পি শ্রীনিবাসন এবং সংস্থাটির চেয়ারপার্সন দীনা দাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

২। 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ আশ্বিন ১৪২৬/১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৮.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৪ অক্টোবর ২০১৯

ভারতের স্বনামধন্য সংস্থা ড. এ পি জে আব্দুল কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯'-এ ভূষিত করা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান উপদেষ্টা টি পি শ্রীনিবাসন এবং সংস্থাটির চেয়ারপার্সন দীনা দাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আন্তরিক প্রয়াস, নিজদেশের জনমানুষ বিশেষ করে নারী- ও শিশু- কল্যাণে প্রভূত অর্জন এবং বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপর্যুক্ত সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' - জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির এই মূল আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আন্তর্জাতিক পরিসরে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে যাচ্ছে। বিরোধিতা নয় বরং পারস্পরিক আলোচনা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট নিরসন এবং সম্পর্ক উন্নয়নে সরকার সদা সচেষ্ট। প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

মন্ত্রিসভা স্মরণ করছে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬ মে ১৯৭৪ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে স্থলসীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থিত হয়। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সুদীর্ঘ ৪১ বছর পর গত ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়। ফলে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরাজমান স্থলসীমানা সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটে। উল্লেখ্য, উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে দুইটি দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় বিশ্বের ইতিহাসে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে উভয় দেশের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়েই ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের মত বিরোধপূর্ণ বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়েছে।

দেশের মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুর অধিকার সুরক্ষা, তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন, নারী-শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও সংঘাতমুক্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রণী ভূমিকা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত। এজন্য তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। একই ধারাবাহিকতায় 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যের তালিকায় এক নতুন সংযোজন।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, এই পুরস্কার অর্জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আত্মনিয়োজন; গভীর দেশপ্রেম, দেশকে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদায় সমাসীন করার দৃঢ় প্রত্যয় এবং সফল নেতৃত্বেরই ফসল। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা, গতিশীল নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক মহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়েছে। একের পর এক এ ধরনের বিরল সম্মান অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা তাঁকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd